আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর দর্শন

ভূমিকাঃ১৯২০ সাল একদিকে কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজাফফর আহমেদের প্রতিষ্টায় ব্যস্থ "নবযুগ" নামক প্রত্রিক। অন্যদিকে ১৭ মার্চ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়ায় সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে জন্ম হয় এক নক্ষত্রের, সূচনা হয় নবযুগের । শেখ লৎফুর রহমান এবং সাহেরা খাতুনের কোল আলকিত করে জন্মগ্রহন করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পিতা মাতা তাকে আদর করে ডাকতেন খোকা বলে। বাবা মায়ের আদরের খোকার হাত ধরে রচিত হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

বাংলাদেশ নামকরণ ও স্বাধীনতার ঘোষণাঃ

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহিদ সোহোরাওয়ারদির মৃত্যুবার্ষিকীতে আওয়ামীলীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন “জনগণের পক্ষে আজ আমি ঘোষণা করছি আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম বাংলাদেশ”।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঐতিহাসিক ভাষন দেন যা পুরো বাঙ্গালী জাতিকে উজ্জীবিত করে এবং একত্র করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ মানুষের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন .২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সর্বপ্রথম এম এ হান্নান নিজের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন ।বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ভুমিকাতে বলেন “১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই আমাদের ধানমন্ডী ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যাই”।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও দেশ গঠনঃ

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা বোন এর ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি । ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে হানাদার বাহিনী । প্রতিস্থিত হয় জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ.২২ ডিসেম্বের মুজিব নগর সরকার ঢাকায় এসে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান নায়ক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন । ১১ জানুয়ারি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্তায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন।

১১ এপ্রিল ড কামাল হোসেন কে সভাপতি করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান কমিটি গঠন করেন। খসরা কপি ৪৭টি বৈঠক এর মাধমে খসরা চূড়ান্ত হয়। ১২ অক্টোবর ১৯৭২ খসরা সংবিধান গন পরিষদে উথাপিত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বের থেকে তা কার্যকর হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দারিদ্র্য পীরিত বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এ জাতির জনক প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনার লক্ষ গুলো ছিল দারিদ্য দূরীকরণ, জনগণের মৌলিক চাহিদা পুরন, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন।

অর্থনীতি ও কৃষি শক্তিশালী করণঃ

১৯৪৭ সালে ভারাত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর বঞ্ছিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ ভূখণ্ডে গুটি কয়েক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা গড়ে উঠলেও তার মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানী ব্যাবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা ফেলে চলে যান। ১৯৭২ সালে আইন করে এমন চারশ টি ব্যাংক বীমা পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করেন বঙ্গবন্ধু । অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে জাতিয় কমিশন গঠন করেন। কিন্তু বিপত্তি ঢো হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ লকের অভাব। তিনি তখন নিজের পার্টীর লোক না দেখে গোটা বাংলা থেকে দক্ষ লোকদের নিয়োগ দেন যা একটি মাইল ফলক। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ ৫000 টাকার উপরে কৃষি ঋণ মুকুব করা এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে এনে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমির মালিকানার পুনর্নির্ধারণ ছিল ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনঃ

মুক্তি বাহিনীর জওয়ানদের কাজে লাগানোর জন্য বঙ্গবন্ধু ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী মিলিশিয়া বাহিনী সংগঠনের বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেন মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এছাড়া দেশ গড়ার বিভিন্ন কাজে যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করেন ।

স্বাস্থ্যব্যবস্থাঃ

বঙ্গবন্ধু সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ৫00 ডাক্তার গ্রামে নিয়োগ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আইজিএম আর শাহবাগ হোটেলে স্থানান্তর হয় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আজও স্বীকৃত ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠনঃ

ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার প্রসার এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলাম আদর্শের যথাযথ প্রকাশ ইসলাম এর উদাহর মানবতাবাদি চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ছিল জাতির জনকের সুদূর প্রসারি চিন্তা ভাবনা।

বিশ্বসভায় বঙ্গবন্ধুঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও রসিক মানুষ দেশের গন্ডি পেরিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক সভায় সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন তিনি প্রথম ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মাননা জুলিও কুরি পুরস্কার লাভ করেন

পররাষ্ট্র নীতিঃ

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বৈরী মনোভাব নয় প্রথম তিন মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রিটেনসহ দেশের স্বীকৃতি লাভ ৩ মাস ২১ দিনের মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় দুই বছর দুই মাসের মধ্যে সর্বমোট ১২১টী দেশ স্বীকৃতি প্রদান ।

শিক্ষা কমিশন গঠনঃ

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন যার ফলে একটি আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি হয় এবং যুগোপযোগী একটি শিক্ষা নীতিমালা পায় বাংলাদেশ।

যমুনা সেতুঃ

১৯৭৩ সালের ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর জাপান সফর কালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকাই সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণে সূচনা করেন আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মানের একটি দারুন পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক সুসজ্জিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

বৈদেশিক বাণিজ্যঃ

শূন্য মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকার কে শুরু করতে হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। এছাড়া কমনওয়েলথ জাতিসংঘ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাখতে সমর্থ হন । পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং সমর্থন এক্ষেত্রে তার ভূমিকা স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধু কে প্রদান করে শান্তি পদক।

 দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঃ

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তিনি বলেছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ । অন্ধকারে ছেয়ে যাবে দুর্নীতিবাজ চোরাচালানি মজুতদার কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের সমাজের শত্রু বলে আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এদের শায়েস্তা করে জাতীয় জীবনকে কলুষমুক্ত করতে না পারলে আওয়ামী লীগের তিতিক্ষা এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

শেষকথাঃ

বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন তার মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের রচিত হয়েছিল তার শাসনামলে । একটি সময়োপযোগী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তিনি । পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয় এখানেও ক্ষমতার লোভে আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে। আধুনিক বাংলাদেশ আজীবন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।